দৈনিক বাংলা
তারিখ 26 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...
21

এবার ঢাকার কলেজগুলোতে বহু স্টার পাওয়া ছাত্রও ভর্তি হতে পারবে না

নজরুল ইসলাম ঃ এবার রাজধানী ঢাকার কলেজগুরিতে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি সমস্যা প্রকট রূপ নিতে পারে। ঢাকা মহানগরীতে সরকারী বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৫৫। প্রতিটিতে গড় আসনসংখ্যা একশ'র বেশি নয়। অন্যদিকে মহানগরীর মাধ্যমিক স্কুলগুলি থেকে এবার প্রায় এগার হাজার ছাত্র–ছাত্রী প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। তাদের অধিকাংশই আবার স্টার মার্ক পেয়েছে।

এদিকে রাজধানীর বেসরকারী কলেজগুলো ছাত্র ভর্তির চাপ চাহিদা ও আঁচ করতে পেরে প্রায় আকস্মিকভাবেই ছাত্র বেতন বিরাট হারে বাড়াতে শুরু করেছে।

গত এসএসসি পরীক্ষায় কেবল ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক স্কুলগুলি থেকে প্রথম বিভাগে যে সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে তার তুলনায় মহানগরীর কলেজগুলির আসনসংখ্যা খবুই কম। এ কারণে ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করা সত্ত্বেও বহু ছাত্র–ছাত্রীই তাদের আকাঙ্ক্ষিত নগরীর নামীদামী কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কারণ, এরই মধ্যে নগরীর হাতে গোনা বনেদী কলেজগুলি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এমন ছাত্র–ছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

রাজধানীর চিহ্নিত কয়েকটি বনেদী কলেজ এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে ওইসব কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির আবেদন করতে পারবে কেবল সেই সব ছাত্র–ছাত্রী যারা গত এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোনিম্ন ৭৫০ নম্বর পেয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৬৫০ নম্বর পেয়েছে শুধু তারা মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডের গত এসএসসি পরীক্ষায় কেবল ঢাকা মহানগরীর ২৪৬টি সরকারী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল থেকে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ছাত্র–ছাত্রী শুধু প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এসব ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীই স্টার মার্কধারী।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ স্টার মার্কধারী ছাত্র–ছাত্রী এরই মধ্যে নগরীর নামীদামী কলেজগুলিতে ভিড় করছে আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহের জন্য। রাজধানী ঢাকায় সরকারী বেসরকারী মোট কলেজের (বালক ও মহিলা কলেজসহ) সংখ্যা ৫৫টি। এর মধ্যে সরকারী বালক কলেজের সংখ্যা ১২ এবং মহিলা কলেজের সংখ্যা ৩টি। বেসরকারী কলেজের (বালক) সংখ্যা ২১ এবং মহিলা কলেজের সংখ্যা ১৯টি। এবার ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় কেবল প্রথম ভিাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪,৭৪৪।

দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে ৪০,৮৫৬ এবং তৃতীয় বিভাগে ১০,৩৯৭ জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের মধ্যে অধিকাংশই স্টার নম্বরধারী।

ঢাকা নগরীর আশেপাশের ও বাইরের যেসব স্কুলের ছাত্র–ছাত্রী স্টার নম্বর ও লেটারসহ প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেছে তাদেরও স্বপ্ন রাজধানীতে নামকরা কলেজে ভর্তি হওয়া। এরাও এখন রাজধানীতে এসে আত্মীয়–স্বজনদের বাসায় থেকে নগরীর নামীদামী কলেজের অঙ্গনে ঘুরাফেরা করছে ভর্তির ফরম সংগ্রহের জন্য। নগরীর হাইস্কুলগুলির স্টার মার্কধারী ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। ভিকারুন্নেসা স্কুলের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ১৭২ জনের মধ্যে ১৬৯ জনই স্টার নম্বরধারী ছাত্রী। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ৮৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ৭১ জনই স্টার নম্বরধারী। সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলের

(আটের পাতায় ৭-এর কলাম দ্রঃ)

স্টার পাওয়া ছাত্রও ভর্তি হতে পারবে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৮৩ জনের ৭৭ জন স্টার নম্বর পেয়েছে। শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুলের ৯২ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীর মধ্যে ৭৯ জন এবং হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৮১ জনের মধ্যে ৭০ জন স্টার নম্বরধারী। মহানগরীর নামী স্কুলগুলির মধ্যে সবগুলির ফল প্রায় একই রকম। অখ্যাত স্কুলগুলিও এবার পেছিয়ে নেই। মুসলিম মডার্ন একাডেমির ১৫৫ জনের ১৪১ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাখালপাড়া হোসেন আলী হাইস্কুলের ১২৩ জনের ১০৫ জন, শহীদ রমিজউদ্দিন হাইস্কুলের ১১৭ জনের মধ্যে ১০৫ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। এই হল নগরীর হাইস্কুলগুলির ফলাফলের অবস্থা।

ঢাকা বোর্ডের সব স্টার মার্কধারী ছাত্রছাত্রী এখন ঢাকামুখী — ভাল ও নামী কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য।

রাজধানীর সব কলেজ এখনো ভর্তির আবেদনপত্রের ফরম ছাড়েনি। নটরডেম কলেজসহ কয়েকটি কলেজ ভর্তির আবেদনপত্রের ফরম দেয়া শুরু করেছে। ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ফরম দেয়া হবে।

তবে বিজ্ঞানে যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা যদি সর্বনিম্ন ৭৫০ নম্বর এসএসসিতে পেয়ে থাকে তবেই আবেদন করতে পারবে। তা-না হলে শুধু প্রথম বিভাগে পাস হলে এবার আবেদন করা যাবে না নটরডেম কলেজে। আর মানবিক ও বাণিজ্যে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন কেবল তারা যারা এসএসসি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৭০০ নম্বর পেয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে।

হলিক্রস মহিলা কলেজে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ মিলিয়ে মাত্র ৪০০ আসন বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনুমতিপত্র বিতরণের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট। মানবিক গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষার অনুমতিপত্র বিতরণ করা হবে ২৭, ৩০ ও ৩১ আগস্ট। প্রতি অনুমতিপত্রের জন্য ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর। গত বছর বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতিপত্র জমা পড়েছিল ১৮০০।

সরকারী ঢাকা কলেজে ভর্তির দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ এখনো ধার্য করা হয়নি। দু' একদিনের মধ্যে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। তবে ঢাকা কলেজে ভর্তির জন্য সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে হবে। এডমিট কার্ড বাবদ ৪০ টাকা জমা দেয়ার নিয়ম।

জানা গেছে, গত বছর সরকারী ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান গ্রুপে ৪০০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ২০০ করে ছাত্রভর্তি করা হয়েছিল। এবার কত ছাত্র ভর্তি করা হবে তা স্থির করা হবে আগামী সপ্তাহে।

গত বছর ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান গ্রুপের ৪০০ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৮ হাজার, মানবিক গ্রুপের ২০০ আসনের জন্য সাড়ে ৩ হাজার এবং বাণিজ্য বিভাগের ২০০ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৫ হাজার।

বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য ঢাকার বাইরের যেসব ছাত্রী সর্বনিম্ন ৮০০ নম্বর পেয়েছে কেবল তারা দরখাস্ত করতে পারবে। আর নগরীর ছাত্রীরা ৭৫০ নম্বর পেয়ে থাকলে ভর্তির দরখাস্ত করতে পারবে। মানবিক শাখায় ভর্তির জন্য কেবল শহরের ছাত্রীদের বেলায় সর্বনিম্ন ৬০০ এবং ঢাকার বাইরের ছাত্রীদের বেলায় সর্বনিম্ন ৬৫০ নম্বর পেতে হবে এসএসসি পরীক্ষায়। তা না হলে দরখাস্ত করার দরকার নেই। ভর্তির ফরম দেয়া হবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর। ভর্তি ফরম বাবদ ৫০ টাকা করে জমা দিতে হবে। এই হল মোটামুটি রাজধানী ঢাকার বনেদী কলেজে ভর্তি হওয়ার অবস্থা ও শর্তাবলী। এসব শর্ত পূরণের পরও সব ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে না সীমিত আসন সংখ্যার কারণে। সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তার মতে ঢাকার সরকারী–বেসরকারী ৫৫টি কলেজের প্রতিটিতে গড় আসন সংখ্যা ১০০–এর বেশী হবে না।

তাঁর মতে, মহানগরীর কলেজগুলিতে অন্তত ডাবল শিফট চালুর ব্যবস্থা না করা হলে ভর্তি সমস্যার কোন সুরাহা করা সম্ভব হবে না। তবে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া নগরীর সরকারী কলেজগুলিতে ডাবল শিফট চালু করার কোন অবকাশ নেই।